টিআইবি'র কার্যক্রম

এডিবি বাংলাদেশ প্রতিনিধির সঙ্গে নির্বাহী পরিচালকের সাক্ষাৎ

এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি)-এর বাংলাদেশের আবাসিক প্রতিনিধি থিপিট সুপা পি প্যাট-এর সঙ্গে গত ১০ মে এক সৌজন্য সাক্ষাৎকারে মিলিত হন নির্বাহী পরিচালক মনজুর হাসান।

নির্বাহী পরিচালক এডিবির আবাসিক প্রতিনিধিকে টিআইবি'র বর্তমান কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করেন। টিআইবি'র সম্প্রতি প্রকাশিত দুটি গবেষণা রিপোর্ট (দুর্নীতির তথ্যভান্ডার ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মেধাবী ছাত্র/ছাত্রী ও প্রধান শিক্ষকদের ওপর পরিচালিত জরিপ) প্রদান করেন। মি. থিপিট সুপা পি প্যাট টিআইবি'র কার্যক্রমের বেশ প্রশংসা করেন।

ইউএনডিপির আবাসিক প্রতিনিধির টিআইবি কার্যালয় পরিদর্শন

বাংলাদেশে নিযুক্ত ইউএনডিপির আবাসিক প্রতিনিধি জর্জেন লিসেনার গত ৩ মে টিআইবি কার্যালয় পরিদর্শনে আসেন। পরিদর্শনকালে তিনি নির্বাহী পরিচালকের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। টিআইবির বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পেরে ইউএনডিপি প্রতিনিধি মুগ্ধ হন এবং টিআইবির প্রতি ইউএনডিপি'র সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দেন।

বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ ও জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন-এর নির্বাহীদের সঙ্গে টিআইবি প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ

টিআইবি প্রতিনিধি দল গত ৩ মে পৃথকভাবে বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রিডিরেক্টর ফ্রেডরিক ডি. টেম্পল, আইএমএফ-এর আবাসিক প্রতিনিধি রোনাল্ড পি. হিকস এবং জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের চেয়ারম্যান এটিএম শামসুল হক-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে প্রতিনিধিদল টিআইবি'র বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে তাদের অবহিত করেন এবং কয়েকটি গবেষণা রিপোর্ট প্রদান করেন।

বিপিএটিসি-তে প্রশিক্ষক হিসেবে নির্বাহী পরিচালকের অংশগ্রহণ

সিভিল সার্ভিসে কর্মরতদের প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতষ্ঠান বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি)। সাভারে অবস্থিত এই প্রতিষ্ঠানে সরকারের যুগ্ম সচিব পর্যায়ে কর্মরত সিভিল সার্ভেন্টদের ৩৫তম সিনিয়র স্টাফ কোর্সের একটি সেশনে নির্বাহী পরিচালক মনজুর হাসান প্রশিক্ষক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। ১১মে অনুষ্ঠিত এই সেশনে তিনি প্রশাসনে স্বচ্ছতা (Transparency in Administration) বিষয়ে লেকচার প্রদান করেন। উল্লেখ্য, বিপিএটিসি আয়োজিত ৩৩ ও ৩৪তম সিনিয়র স্টাফ কোর্সেও মনজুর হাসান প্রশিক্ষক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন

টিআইবি প্রকাশিত 'সংসদ নির্দেশিকা'র ওপর এক ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন অনুষ্ঠিত হয় গত ১২ এপ্রিল। রাজধানীর একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত এ আলোচনায় জাতীয় সংসদের পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান ড. মোঃ সেলিম এমপি এবং মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান এমপি আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। এমপিগণ টিআইবি প্রকাশিত পুস্তিকাটির প্রশংসা করে বলেন, এটি সংসদের জন্য তথ্যবহুল প্রয়োজনীয় একটি হ্যান্ডবুক অথচ সংক্ষিপ্ত যা স্বল্প সময়ে পড়া সম্ভব। তারা সংসদকে কার্যকর করার লক্ষ্যে সংসদীয় কার্যক্রমে আরও বেশি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার কথা উল্লেখ করেন। সংসদীয় কমিটিগুলোকে মিনি পার্লামেন্ট আখ্যা দিয়ে তারা বলেন, কমিটিকে তার কার্যক্রমে শুধু সুপারিশ প্রদান নয়, সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা দেয়া উচিত। যাতে যে কোনো অনিয়মের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যায়। সংসদীয় কার্যক্রমে বাধাসমূহ কি এবং তা কিভাবে সমাধা করা যায় এ নিয়ে টিআইবি তথ্যানুসন্ধান করতে পারে বলে তারা মতামত প্রদান করেন। টিআইবির নির্বাহী পরিচালক মনজুর হাসান ও গবেষণা সহযোগী এম আনোয়ারুল আমীন আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন।

হেগে দুর্নীতি বিরোধী আন্তর্জাতিক সম্মেলন

গ্লোবাল ফোরাম অন ফাইটিং করাপশন এন্ড সেফগার্ডিং ইন্টেগ্রিটি (Global Forum on fighting corruption and safeguarding integrity) শীর্ষক দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় নেদারল্যান্ডের রাজধানী হেগে। ২৮ থেকে ৩১ মে (২০০১) চার দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে বিশ্বের প্রায় এক শ'টি দেশের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ এ উপলক্ষে একটি বাণী পাঠান, যা সম্মেলনে পড়ে শোনানো হয়। তিনি বলেন, দুর্নীতি কোনো বড় ধরনের অস্পষ্ট বিষয় নয়। যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রশাসন বিশ্বে দুর্নীতি নিরসনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি সম্মেলনের সাফল্য কামনা করেন।

সম্মেলনটি পাঁচটি পৃথক পৃথক ওয়ার্কশপে বিভক্ত ছিল। প্রতিটি ওয়ার্কশপকে আবার কয়েকটি সাব-সেশনে বিভক্ত করা হয়। টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক মনজুর হাসানকে সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানো হয়। তিনি এন্টি করাপশন প্রোগ্রামস ইন লোকাল গভর্নমেন্ট (Anti-corruption Programmes in Local Government) শীর্ষক সাব-সেশনে সভাপতিত্ব করেন। ডিফিটিং করাপশন থ্রু ইন্টেগ্রিটি, ট্রান্সপারেন্সি এন্ড একাউন্টেবিলিটি (Defeating Corruption Through Integrity Transparency and Accountability) শীর্ষক চূড়ান্ত ঘোষণার মধ্য দিয়ে চারদিনব্যাপী সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোবাইল থিয়েটার

সর্বগ্রাসী দুর্নীতি সম্পর্কে গণমানুষের কাছে তথ্য পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে টিআইবি গঠন করেছে মোবাইল থিয়েটার। তৃণমূল পর্যায়ের ভুক্তভোগী অথচ অধিকারবঞ্চিত নীরব জনগোষ্ঠীকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতন, সতর্ক ও সোচ্চার করার জন্য টিআইবি পুরনো কিন্তু অতিব কার্যকর গণনাটককে হাতিয়ার হিসেবে বেছে নিয়েছে। টিআইবির এই উদ্যোগে সহযোগী হয়েছে 'গভর্ন্যান্স কোয়ালিশন'-এর সদস্য সংগঠন ডেমেক্রসিওয়াচ।

টিআইবির অর্থানুকুল্যে ডেমোক্রসিওয়াচ ময়মনসিংহ-এর একদল উচ্ছল, পরিশ্রমী, প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ নাট্যকর্মীর শ্রম ও মেধায় গঠিত হয়েছে এই গণনাটক দল। নাটকদল বৃহত্তর ময়মনসিংহের বিভিন্ন স্থানে ১২টি শো মঞ্চায়ন করবে। এর মধ্যে প্রথম শো মঞ্চায়ন হয় গত ৮ জুন। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে পদ্ধতিগত দুর্নীতি ভিত্তিক গণনাটক 'বর্ণমালা' মঞ্চায়ন হয় ময়মনসিংহ সাহেব কোয়ার্টার পার্কের খোলা মঞ্চে। ৩০ মিনিটের এই গণনাটকে প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির গম আত্মসাৎ, শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মকর্তাদের ঘুষ-দুর্নীতি, শিক্ষার্থীদের প্রতি শিক্ষকদের স্নেহ-ভালবাসার অভাব, নিষ্ঠুরতা, শিক্ষকদের কাজে গাফিলতি ইত্যাদি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

নাটকটির পাণ্ডুলিপি তৈরি, পোশাক, রূপসজ্জা ও সংগীত পরিকল্পনা করেছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটতত্ত্ব বিভাগের এম.এ. শেষ পর্বের মেধাবী ছাত্র জুয়েল কবির আকাশ, গবেষণা ও প্রযোজনা উপদেষ্টা কামাল হোসেন মিন্টু এবং নির্দেশনা দিয়েছেন একই বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্য উত্তীর্ণ মেধাবী ছাত্রী রিবন খন্দকার।

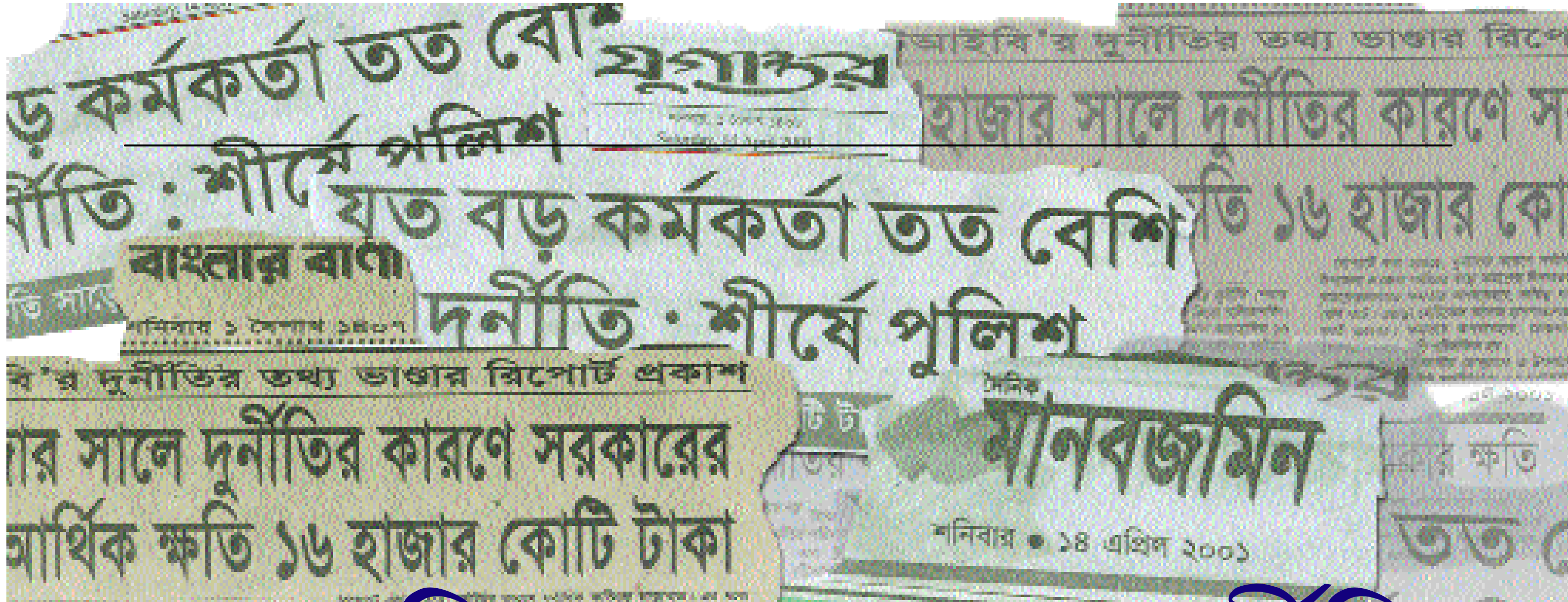

সাংবাদিকদের চোখে দুর্নীতি

সাংবাদিকরা বিশ্বের চোখ ও কান। তারা সরকারি নীতি ও কর্মকৌশল প্রভাবিত করতে পারেন, জনমত সংগঠিত করতে পারেন। অন্যায় অবিচার ফাঁস করতে পারেন এবং অন্যভাবে সর্বসাধারণের নৈতিকতা ও ন্যায়বিচারের প্রহরী হিসেবে কাজ করতে পারেন। বাংলাদেশে গণমাধ্যমগুলোর মধ্যে একমাত্র সংবাদপত্রই দুর্নীতি রোধে ব্যাপক ভূমিকা পালন করতে পারে। দেশে দুর্নীতি নিয়ে কি ভাবছে সাংবাদিকরা। এ বিষয়ে অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে আমরা মুখোমুখি হয়েছিলাম সাংবাদিকদের

জসীম চৌধুরী সবুজ। ব্যুরো প্রধান, দৈনিক যুগান্তর, চট্টগ্রাম। তিনি বলেন, দুর্নীতি সর্বত্র বিরাজমান। দেশে যে পরিমাণ দুর্নীতি সংগঠিত হচ্ছে সে পরিমাণ সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে না। দুর্নীতি বিষয়ক সংবাদ প্রকাশের পর অনেক সাংবাদিক নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন। দুর্নীতির বিরুদ্ধে লিখলে সরকার সাংবাদিকদের নিরাপত্তা দেয় না। ফলে দুর্নীতি সংক্রান্ত সংবাদ পরিবেশনে সাংবাদিকরা উৎসাহ পায় না।

খুলনার সাংবাদিক মানিক সাহা। দৈনিক সংবাদের স্টাফ রিপোর্টার ও বিবিসি সংবাদদাতা। তার মতে, দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির পথে দুর্নীতিই অন্যতম বাধা। ব্যক্তি পর্যায় থেকে শুরু করে একেবারে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায় পর্যন্ত কোন স্তরে দুর্নীতি হচ্ছে না? দুর্নীতির বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। ব্যতিক্রম ধারার এমন দৃষ্টান্তও স্থাপন করতে হবে, যে দৃষ্টান্ত হতে পারে এই ব্যাধির একমাত্র দাওয়াই।

দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকার সহকারী সম্পাদক দেবব্রত চক্রবর্তী বিষ্ণু। তিনি বলেন, দেশের সর্বত্র ঘুষের ছড়াছড়ি, দুঃখজনক হলেও সত্যি নৈতিকতার সংকটের মধ্যে আমরা একবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করেছি। রাখঢাক নেই; বুক ফুলিয়ে সবাই যেন ঘুষ ধরার কল পেতে বসেছে। অবস্থাদৃষ্টে এ প্রশ্নেও জাগে, গোটা দেশটাই কী শেষ পর্যন্ত ঘুষের বাজারে পরিণত হয়েছে? প্রশ্নটি যদিও সুখের নয় কিন্তু সত্যের এই মোটা দাগ মুছে ফেলারও কোনো পথ নেই। এ অবস্থা একদিনে সৃষ্ট নয়। তিল তিল করে সঞ্চিত হয়েছে বিষাধার। স্বাধীনতার পর থেকে প্রায় প্রত্যেকটি সরকারের আমলেই এ চিত্র আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। এর মাত্রা ক্রমাগত আশঙ্কাজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে। সাংবাদিক বিষ্ণুর মতে, দুর্নীতির এতবড় বিষ বৃক্ষ রেখে দেশ জাতির অগ্রগতি ও উন্নয়ন যে আদৌ সম্ভব নয় তার ব্যাখ্যার আর প্রয়োজন নেই। সর্বাগ্রে ভোট জেতার চিন্তা বাদ দিয়ে দেশ ও জাতির কথা স্মরণে রেখে সবকিছুর ঊর্ধ্বে ওঠে যদি কোনো সরকার দুর্নীতি নির্মূলের কথা ভাবে তবে কাজের কাজ কিছু হলেও সম্পন্ন করা সম্ভব। ঘুষ, দুর্নীতি ইত্যাদি একটি দেশ ও জাতির ললাট লিখন হতে পারে না।

কাজল রশীদ শাহীন। দৈনিক রূপালীর সহকারী সম্পাদক অনেকটা সাহিত্যের আদলেই বললেন, দুর্নীতিতে জরাগ্রস্ত বাংলাদেশ। এর চেয়ে দুঃখজনক আর কি হতে পারে। স্বাধীনতা এখন ত্রিশ বছর বয়সী এক তারুণ্য হলেও শুধুমাত্র ব্যক্তিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় দুর্নীতির কারণে আজ এর মুমূর্ষু অবস্থা। তবে আতঙ্কিত হবার কিছু নেই। অন্ধকারাচ্ছন্ন এই পরিবেশ থেকে উত্তরণের প্রয়াস দেখা যাচ্ছে নতুন প্রজন্মের চেতনালোকে।

সাংবাদিক রনজন সেন বললেন, দুর্নীতি সবক্ষেত্রে বিরাজমান, এটাই বাস্তবতা, কিন্তু এর জন্য রাজনীতিবিদদের দায়ী করা হয়। আমি তা মনে করি না। কারণ স্বাধীনতার পর থেকে রাজনীতিবিদরা দেশ চালিয়েছেন মাত্র ১৩ বছর। বাকিটা সামরিক, বেসামরিক আমলা। এ বাকি সময়টাতেই দুর্নীতি হয়েছে বেশি। বাংলাদেশে অর্থনীতি সমিতির সম্প্রতি প্রকাশিত রিপোর্টেও দেখা যায় বাংলাদেশ গত ৩০ বছরে যে বৈদেশিক সাহায্য পেয়েছে তার ৭৫ শতাংশ অপচয় হয়েছে। এর মধ্যে ৬১ শতাংশ অপচয় হয়েছে আমলা, ব্যবসায়ী, পরামর্শকদের দ্বারা। বাকি ১৪ শতাংশ করেছেন রাজনীতিবিদরা। সাপ্তাহিক বিচিত্রার স্টাফ রিপোর্টার রনজন সেন বলেন, সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধ গড়া ছাড়া দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব নয়।

দৈনিক প্রথম আলোর সহসম্পাদক দীপু হাসান বলেন, কোনো সভ্য সমাজে ঘুষ, দুর্নীতি সামাজিক স্বীকৃতি পেতে পারে না। কিন্তু আমাদের এখানে দুর্নীতিবাজরাই সামাজের প্রতিষ্ঠাতা। দুনীতির ওপর সংবাদ পরিবেশন করাও বেশ কষ্টকর। তথ্য সরবরাহের কোনো আইন না থাকায় সরকারি অফিসের কেউ তথ্য প্রদান করতে চায় না। ফলে দুর্নীতির উপর তথ্যবহুল সংবাদ পরিবেশন করা সম্ভব হয় না। গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হলে এবং দুর্নীতিমুক্ত সরকার প্রশাসন গড়ে তুলতে হলে সরকারি তথ্য দলিলাদিতে সংবাদপত্রের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

দৈনিক ইত্তেফাকের স্টাফ রিপোর্টার আনোয়ার আলদীন বলেন, দুর্নীতি প্রশাসনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। এটা বন্ধ করতে হলে সব পাল্টাতে হবে। তার মতে আমরা যারা অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা করি, দুর্নীতি সংক্রান্ত রিপোর্ট করতে গিয়ে প্রতি পদে পদে বাধাগ্রস্ত হই। জীবনের ওপর হুমকি আসে। এরপরও দুর্নীতির ওপর একটি রিপোর্ট করলাম। দেখা গেল সেটা প্রকাশ হবে কিনা তাও নির্ভর করে পত্রিকার পলিসির উপর। মালিক পক্ষের একটা বিষয় তো আছেই। আবার দুর্নীতির রিপোর্ট সার্বিকভাবে তুলে ধরাও সম্ভব নয়। আমরা সামান্যই দেখতে পাই। দুর্নীতিটা বেশিরভাগ হয় চোখের অগোচরে। আমরা যারা সাংবাদিক, আমাদের পক্ষে সব সময় দুর্নীতির তথ্য প্রমাণাদি বের করাও সম্ভব হয় না।

মোহাম্মদ ইমাম উদ্দিন